দুই নেতার আত্মার মাগফিরাত কামনায় কোটচাঁদপুর বিএনপি’র দোয়া ও আলোচনা সভা

বিএনপি’র সাবেক স্থায়ী কমিটির সদস্য মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, যশোর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও দক্ষিণ বঙ্গের কৃতি সন্তান মরহুম তরিকুল ইসলাম ও বিএনপি’র সাবেক চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সংসদ সদস্য, বীর মুক্তি যোদ্ধা, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি মরহুম আলহাজ্ব মশিউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্দগে উপজেলা বিএনপির মেইন বাসস্ট্যান্ড দলিও কার্যালয়ে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক পৌর মেয়র ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি এস কে এম সালাউদ্দিন বুলবুল সিডলের সভাপতিত্বে দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাডঃ এম এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা,সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুর রহমান পপ্পু, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আবু বকর বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, জেলা বিএনপি’র প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক মস্তফা সাইদ, জেলা বিএনপি’র শিশু বিষয়ক সম্পাদক ফারুকুল আলম শেখা, জেলা বিএনপি’র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-অর- রশিদ, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু প্রমুখ।

সে সময় উপস্থিত ছিলেন যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিকদল,কৃষকদল,সেচ্ছাসেবকদল সহ বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী বৃদ্ধ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপি’র দপ্তর সম্পাদক শহিদুল

ইসলাম ভূইয়া, দোয়া পরিচালনা করেন জেলা বিএনপি’র উপদেষ্টা মাহবুব খান হানিফ।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা মশিউর রহমানের রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় দাফন

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মশিউর রহমানের মৃতদেহ রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার মনিরুদ্দীন বিশ্বাস মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দু’দফা জানাজা শেষে বিকালে কন্যাদহ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এ সময় বিউগলে বেঁজে ওঠে করুন সুর। ঝিনাইদহ শহরে অনুষ্ঠিত জানাজার নামাজে ইমামতি করেন কোটচাঁদপুর আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বাহারুল ইসলাম। বুধবার সকাল থেকে জানাজায় শরীক হতে ঝিনাইদহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপি নেতাকর্মী ছাড়াও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ঝিনাইদহ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আসতে থাকেন। শুধু ঝিনাইদহ নয়, আশপাশ জেলা থেকেও বিএনপির জৈষ্ঠ এই নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মানুষ জানাজা স্থলে ছুটে আসেন।

ফলে বেলা ১১টার মধ্যে সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশাল মাঠ কানায় কানায় পুর্ন হয়ে যায়। জানাজায় অংশ নেয়া অনেকের এ সময় বলতে শোনা যায় মশিউর রহমান যে সত্যিকারের একজন জননেতা ছিলেন, তা মৃত্যুর পরও প্রমান করে দিলেন। জানাজা শুরুর আগে মশিউর রহমানের বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন তার

বাল্যবন্ধু ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি, সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রবিণ রাজনীতিবিদ আব্দুল হাই এমপি।

এছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষে দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় নেতা নিতাই রায় চৌধুরী, খায়রুল কবীর খোকন, আজিজুল বারী হেলাল, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, এ্যাড আসাদুজ্জামান আসাদ, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, রফিকুল ইসলাম বকুল, কুষ্টিয়ার সাবেক এমপি সৈয়দ মেহেদী হাসান রুমি, অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দীন, যশোরের সাবেরুল হক সাবু, মাগুরার মনিরুল ইসলাম, খুলনার সফিকুল ইসলাম মনা, আকতার হোসেন, শফিকুল ইসলাম তুহিন, আলী আহম্মেদ, তোজাম্মেল হোসেন, সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব, মশিউর রহমানের বেয়াই খুলানার সাবেক মেয়র আব্দুল গাফ্ফার বিশ্বাস, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, হরিণাকুন্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেনসহ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জানাজা অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি তার বক্তব্যে বলেন, বন্ধু মশিউরের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও কোন বিরোধ ছিল না। সে আমার একজন খাটি বন্ধু ছিল। তার ধ্যানজ্ঞান ছিল ঝিনাইদহের উন্নয়ন। রনাঙ্গনে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। তার মৃত্যুতে ঝিনাইদহ তথা দেশবাসি একটি সত্যিকারের দেশ প্রেমকিকে হারালো।

উল্লেখ্য ঝিনাইদহ উন্নয়নের কারগির খ্যাত বিএনপির এই বর্ষিয়ান নেতা মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কে উন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ ও হরিণাকুন্ডুবাসী। এই দুই উপজেলাসহ ঝিনাইদহ গণমানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঝিনাইদহের সাবেক এমপি মশিউর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মশিউর হমান আর নেই (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কের নির্জন বাসার দরজা ভেঙ্গে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পরীক্ষার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ ছোঁয়া ইসরাইল স্বজনদের জানান অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে মশিউর রহমানের বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। দুপুর ১২টার দিকে সাবেক এই সংস্যদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে শোকে স্তদ্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ শহর। লাশ দেখতে দলমত নির্বিশেষে মানুষ ছুটতে থাকেন তার ক্যাসেল ব্রীজ সংলগ্ন নতুন বাড়িতে। এ সময় পুলিশ ও দলীয় নেতাকর্মীদের ভীড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার জানাজার প্রথম নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বুধবার সকাল ১১ ঝিনাইদহ সরকারী বালক বিদ্যালয় মাঠে এবং দ্বীতিয় জানাজার নামাজ বাদ জোহর তার নিজ গ্রাম হরিণাকুণ্ডুর কন্যাদহে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র আব্দুল মালেক গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। গাড়ি চালক নাজমুল হাসান বাধন জানান, মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে মশিউর রহমান তার অসুস্থতার কথা জানিয়ে দ্রুত বাসায় আসতে বলেন। বাঁধন সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কের বাসায় এসে ডাকাডাকি করতে থাকেন। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মশিউর রহমানের ছোট ভাই আসাদুজ্জামান, প্রতিবেশি ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শেখর, পাপপু সাহা ও ম্যানেজার বকুল হোসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখেন সোফার উপর মশিউর রহমানের নিথর দেহ পড়ে আছে। ইজিবাইকযোগে দ্রুত তারা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতলে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক ছোঁয়া ইসরাইল জানান অনেক আগেই তার মৃত্যু ঘটেছে। মশিউর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা গেছে, তিনি ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের কন্যাদহ গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। মসিউর রহমান ৭ম শ্রেনীর ছাত্রাবস্থায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে আয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে

মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। পরবর্তী শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠা করা বিএনপিতে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে অল্প বয়সে তিনি হরিণাকুন্ডুর চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে চমক সৃষ্টি করেন। ১৯৮৭ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকায় ৭ মাস কারাভোগ করেন। ১৯৭৯ সালে বিএনপির মনোনয়নে জাতীয় সংসদ সদস্য পদে লড়াই করে করে পরাজিত হন। সারা দেশে বিএনপির তিন’শ আসনের প্রার্থীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী। মশিউর রহমান ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য থাকাবস্থায় তিনি বিরোধী দলীয় হুইপ, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটি ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। মশিউর রহমান ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গ্রেফতান হন এবং কয়েক মাস কারাবরণ করেন। ১৯৭১ সালে ৮ নং সেক্টরে হরিণাকুন্ডু থানা কমান্ডার হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মশিউর রহমান ঝিনাইদহ, হরিণাকুন্ডু, শৈলকুপা, কুষ্টিয়া ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেলা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা নেওয়ার জন্যে ঝিনাইদহ আনসার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ও সরকারী ভাবে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেন। তিনি উক্ত ক্যাম্পের কমান্ডার নিযুক্ত হন। স্বাধীনতা পরবর্তী ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করে তিনি জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠন করেন এবং উক্ত সংসদের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দূনীতির অভিযোগে মশিউর রহমানের নামে দূর্নীতি দমন কমিশন মামলা দায়ের করে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে যশোরের বিশেষ জজ আদালত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাকে ১০ বছরের কারাদন্ড, জরিমানা ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রায় প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। মসিউর রহমানের স্ত্রী মাহবুবা রহমান শিখা পেশায় একজন আয়কর আইনজীবী। এই দম্পতির শামীম রহমান শিমু, ডাঃ ইব্রাহীম রহমান, শোয়াইব রহমান নামে তিন সন্তান রয়েছে। তথ্য নিয়ে জানা গেছে, টানা চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলায় প্রথম বিসিএস নার্স ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি ঝিনাইদহ শহরে নাসিং ইন্সটিটিউট, সরকারী শিশু হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ম্যাটস, হেলথ টেকনোলজি, খাবার স্যালাইন ফ্যাক্টরী,

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক কমিটি গঠন

আরমান আলী কে আহবায়ক ও কুন্নত আলীকে যে সদস্য সচিব করে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের ৫১ সদস্য বিশিষ্ঠ আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দিয়েছে জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান ও সদস্য সচিব মিজানুর রহমান।

গত ১৪ ই অক্টোবর মেহেরপুর বোসপাড়াস্থ জেলা কৃষক দলের কার্যালয়ে মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলকে সংগঠিত করার জন্য ৫১ সদস্য বিশিষ্ঠ এই আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

মেহেরপুরের হাজারো নেতা কর্মি ট্রেনে চড়েই খুলনার গনসমাবেশে গেছেন

মেহেরপুর থেকে সবখানে বাস চলাচল করলেও শুধু খুলনার পথে বন্ধ রেখে ছেন পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা। এতে খুলনায় শনিবারের বিভাগীয় গণসমা বেশে যোগ দেওয়ার জন্য বিএনপির নেতাকর্মীরা ট্রেন বেছে নিয়েছেন। হাজারো নেতা কর্মি নিয়ে ট্রেনে চড়েই খুলনার গণসমাবেশে যোগ দিে লন মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মেহেরপুর জেলার নেতা কর্মি শুক্রবার সকাল থেকে জড়ো হয় আলমডাঙ্গা , চুয়াডাঙ্গাসহ বিভিন্ন স্টেশনে। পরে সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে খুলনার উদ্যেশ্যে রওনা হন তারা।

মেহেরপুর জেলার অধিকাংশ নেতাকর্মী খুলনার গণসমাবেশে যোগ দেবেন। তারা শুরু হওয়ার আগেই খুলনা পৌঁছে যান বলে সূত্রমতে জানা গেছে।

বিভিন্ন দাবিতে বিভাগীয় পর্যায়ে গণসমাবেশের ধারাবাহিকতায় শনিবার খুলনা মহানগরীর সোনালী ব্যাংক চত্বরে সমাবেশের আয়োজন করেছে বিএ নপি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন বুধ ও বৃহস্পতিবার রাতেই অনেক নেতাকর্মী বিভিন্ন ভাবে খুলনা চলে গেছেন। অনেকে শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ট্রেনে করে খু লনা পৌছেছেন।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সাধারণ জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেন,“দু র্ভোগ ও কষ্ট করে করে হলেও মেহেরপুর বিএনপির নেতাকর্মীরা খুলনার সমাবেশে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন সমাবেশকে ঘীরে সরকার বাস যো গাযোগ বন্ধ করে মানুষের সাথে তামাশা করেছে।”গাংনী উপজেলা বিএনপি র সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, খুলনা যাওয়া নেতা- কর্মীদের পুলিশ নানাভাবে হয়রানি করছে।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ আরুন, সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন খুলনার গণ সমাবেশ সফল করতে এবং কর্মীদের উৎসাহ দিতে নেতা- কর্মীদের নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেছেন। দফায় দফায় নেতা কর্মিদের সাে থ আলাপ ও মিটিং করেছেন।

কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী বাস বন্ধ, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী কোনো বাস চলাচল না করায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সকাল থেকে হঠাৎ করে এভাবে বাস চলাচল বন্ধের ফলে অনেকেই কাউন্টারে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে বিকল্প হিসেবে ট্রেন ও প্রাইভেট কার ভাড়া করে খুলনায় যাচ্ছেন অনেকে।

শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে শনিবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে এ বাস চলাচল বন্ধ থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুল ইসলাম।

তিনি জানান, খুলনায় জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতি ও খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন যৌথভাবে শুক্র-শনিবার বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। যার কারণে খুলনা রুটে বাস চলাচল বন্ধ। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও মহাসড়কে নসিমন, করিমন, মাহিন্দ্রা, ইজিবাইকসহ তিন চাকার অবৈধ যানবাহন চলাচলের প্রতিবাদে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী বাস বন্ধ থাকায় কাউন্টারে আসা যাত্রীরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আছিয়া বেগম নামে এক যাত্রী জানান, হুট করে এভাবে বাস চলাচল বন্ধের ফলে টার্মিনালে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে। কয়েক দিন পরপরই বাস মালিক সমিতি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এমন ধর্মঘট করায় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।

আরিফুল ইসলাম নামের আরেক যাত্রী জানান, বাস বন্ধ থাকায় ট্রেনে যেতে হবে। তাই টার্মিনাল থেকে ষ্টেশনে যাচ্ছি ট্রেন পাওয়ার জন্য।

সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি খুলনাগামী শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশিরাও ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছেন। সরেজমিনে শুক্রবার কুষ্টিয়া বাস টার্মিনাল থেকে খুলনাগামী কোনো বাস চলাচল করেনি। খুলনাগামী অধিকাংশ পরিবহনের কাউন্টার বন্ধ।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাংসদ সোহরাব উদ্দিন অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ঘোষিত খুলনা শহরের সোনালী ব্যাংক চত্বরে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। যাতে আমাদের নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে পৌঁছাতে না পারে এজন্য বাস বন্ধ রয়েছে। এটা সরকারে একটা চক্রান্ত।

এছাড়া রাতে আমাদের নেতাকর্মীদের বাড়ীতে পুলিশ গিয়ে হয়রানিসহ কয়েকজনকে আটক করেছে। তারপরেও আমরা গণসমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য

যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, সরকার আমাদের সভা-সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ মেহেদী রুমী জানান, খুলনা বিভাগীয় গণসমাবেশ অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের নেতাকর্মীরা বাসের পরিবর্তে ট্রেন, প্রাইভেট কার, ট্রাক, মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য যানবাহন যেটা পাচ্ছে, তাতেই খুলনার দিকে যাচ্ছে। সরকার বাস বন্ধ রেখে আমাদের নেতাকর্মীদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না

খুলনায় সমাবেশ সফল করতে মেহেরপুরে বিএনপির প্রচারপত্র বিলি

২২ অক্টোবর বিএনপির খুলনার বিভাগীয় গণসমাবেশ সফল করতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, দলীয় কর্মসূচিতে গুলি করে নেতা-কর্মীদের হত্যার প্রতিবাদ এবং নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে বিএনপি বিভাগে বিভাগে এ সমাবেশ কর্মসূচি পালন করছে।

বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্র বিলিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেত্রী রোমানা আহমেদ, সাইয়েদাতুন নেছাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রচারপত্র বিলিতে অংশ নেন।

এসময় মাসুদ অরুন বলেন, একটি অগণতান্ত্রিক সরকার জনগনের অধিকারের সংগ্রামকে বাধাগ্রস্থ্য করবে এটাই স্বভাবিক। আমরা দেখলাম চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের সমাবেশে সরকার তার অপশক্তি দিয়ে বাধা

দেওয়ার পরও জনতার উত্তাল সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে । আমরা জনগনের প্রতি আস্থা রাখতে চাই এই ব্যর্থ ও অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে জনগন সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে খুলনার সমাবেশ সফল করবে। চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে বড় দুটি গণসমাবেশ আয়োজনের পর খুলনার কর্মসূচিতে গণজোয়ার সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি। খুলনার সমাবেশে লাখো মানুষের উপস্থিতি হবে। এ জন্য চলছে সর্বাত্মক প্রস্তুতি ও প্রচারণা।

“লাঠির জবাব লাঠি দিয়ে দেওয়া হবে” নিতাই রায় চৌধুরীর হুসিয়ারী

বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চোধুরী বলেছেন, চলমান এ আন্দোলন জনগণের আন্দোলন। এই আন্দোলন এখন বিএনপির নয়। দেশের সকল নিস্পেসিত মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। মানুষ জেগে উঠেছে।সরকারের পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি হুসিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, তারা লাঠি মারবে আর আমারা রজনীগন্ধা ছুড়ে মারবো এটা হতে পারে না। এখন থেকে লাঠির জবাব লাঠির মাধ্যমে দেওয়া হবে।

নিতাই রায় চৌধুরী রোববার ঝিনাইদহ শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপি’র নতুন কমিটির পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, হত্যা, রক্ত ঝরানো ও গনগ্রেফতার সকল ফ্যাসিবাদী শাসনের বৈশিষ্ঠ।

তারা ফ্যাসিস্ট এ সরকারের পতন চাই। তিনি বলেন, এই নির্বাচন কমিশন তাদের আজ্ঞাবহ। এই কমিশনের অধীনে কোন নির্বাচনে বিএনপি যাবে না। পার্লামেন্ট ভেঙ্গে তত্ত¡◌াবোধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। এ লড়াই চরম লড়াই এর মাধ্যমে সরকারের পতন হবেই। রাজপথই আমাদের ফয়সালার জায়গা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দলের জেলা সাধারন সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক

সাজেদুজ্জামান পপ্পুসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

“হটাও ওয়ার্কার্স, বাঁচাও বিএনপি”- আলমগীর খান ছাতু

বিএনপি গত কিছুদিন ধরে সারাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সমাবেশ, মিছিল বা বিক্ষোভের মত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। সরকারি বিরোধী এই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে সম্প্রতি দেশের অন্তত বিশটি জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মিদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়াামী লীগ বা পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা দেশের সব সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছে।

পনেরো বছর ধরে বিএনপি যে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে, এটি বিএনপির জন্য তৈরী হয়েছে বড় সঙ্কট। এই সংকটের কথা দলের তৃণমুলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতারাও স্বীকার করছেন। তবে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের এখন একটাই বার্তা, কেন্দ্রীয়ভাবে যে কর্মসূচি দিচ্ছে, সেগুলোতে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক মাঠের অবস্থান শক্ত করা” অথচ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির এখন বিভক্তির রাজনীতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে কাঁদা ছুঁড়োছুড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার স্পেশাল আয়োজন জনগুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেও সাক্ষাৎকার। “মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভক্তির রাজনীতি ও নেতাদের ভাবনা” আজকের বিশেষ আয়োজনে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি বর্ষিয়ান নেতা আলমগীর খান ছাতু। স্বাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন

মেহেরপুর প্রতিদিন : কেমন আছেন ?
আলমগীর খান ছাতু : আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি

মেহেরপুর প্রতিদিন : রাজনীতিতে কবে এসেছেন ?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ১৯৯৬ সালে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত হই। মুলত, আমি ৮০ দশক থেকে রাজনীতিতে আসি। প্রথমে জাতীয় পার্টির

মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপির রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েই বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুরের বিএনপির রাজনীতির ইতিহাস সমন্ধে কিছু বলেন:
আলমগীর খান ছাতু : মেহেরপুরে বিএনপির রাজনীতির একটি সোনালী অতীত রয়েছে। জেলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আলী দলটিকে একটি উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এই জেলা বিএনপির একটি শক্তিশালী ঘাটি রয়েছে। জেলার মানুষ শহীদ জিয়া এবং তার সৃষ্ঠ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপিকে মনে প্রাণে ভাল বাসেন। তাই সব সময় বিএনপিকে নিরুঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে আসছেন। এখনো অবাধ নিরপেক্ষ ভোট হলে জেলাবাসি বিএনপির প্রার্থীকে বিপুল ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ক্ষমতার বাইরে থেকেও আপনারা বিভক্তির রাজনীতি করছেন, এটা দলের মধ্যে ইফেক্ট পড়ছে কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: মুলত, ওয়ার্কার্স পার্টির দলে নেতৃত্বের প্রাধান্যের কারনে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে বিভক্তি শুরু হয়েছে। বিএনপির মুল ধারার নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই মুল ধারার বিএনপি কর্মীদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। “হটাও ওয়ার্কাসর্, বাঁচাও বিএনপি” শ্লোগান দিয়ে তখন বিএনপির অভ্যন্তরে আন্দোলন শুরু হয়। ওয়ান ইলেভেনের সময় জেলা বিএনপির তৎকালিন নেতৃত্ব দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণেও মুল ধারার বিএনপি নেতা কর্মী ও ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের মধ্যে বিভক্ত তৈরী হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই বিভক্তি প্রকট আকারই রয়ে গেছে। দলের মুল নেতৃত্ব আলাদা অফিস নিয়ে এখনো রাজনীতির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, মেহেরপুর জেলা, উপজেলাগুলো, পৌর এবং ইউনিয়ন কমিটি গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ পুর্নগঠণ না হওয়ায় মুল ধারার বিএনপি’র অনেক নেতা কর্মীই এখন নিস্ক্রিয় হয়ে গেছেন।
এছাড়া জেলা বিএনপির যে কমিটি হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত পরিচিতি মিটিং পর্যন্ত করতে পারেনি। এমনকি নির্বাহী কমিটির কোনো মিটিং এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। যেটা কেন্দ্রীয় কমিটি অবগত আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আন্দোলন সগ্রামে দলের মধ্যে আপনার ভূমিকা কতটুকু আছে?

আলমগীর খান ছাতু: ওয়ান ইলেভেনের পর দলের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে বিএনপির নেতা কর্মীদের সুসংগঠিত করে অদ্যবধি মাঠের রাজনীতি করছি। এছাড়া দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকা সকল আন্দোলন সংগ্রামে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে চলছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন : মেহেরপুরে ঘরোয়া মিটিং ও বৈঠক ছাড়া রাজপথের কোনো আন্দোলন সংগ্রামে আপনাদের দেখা যায়না কেনো ?
আলমগীর খান ছাতু: প্রশাসন প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ানোর কারণেই বিএনপির সকল আন্দোলন সংগ্রাম ঘরে করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দলের একটা গোষ্ঠী আওয়ামীলীগের সাথে ব্যালেন্স রাজনীতি করার কারণেও বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম এই জেলাতে গড়ে তোলা সম্বভ হয়নি। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু কর্মসূচী বাইরে করা হয়েছে। আগামীতে দলীয় সকল কর্মসূচী রাজপথেই করা হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আপনার ভাবনা কি ? আলমগীর খান ছাতু: নির্বাচন আমাদের মুল লক্ষ না। এখন দলের মুল লক্ষ সরকার পরিবর্তন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী পুরুণ। তত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল আপনাকে মনোনয়ন দিলে বিভক্তি কাটিয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয়?
আলমগীর খান ছাতু: দল যাবে ধানের শীষ দেবে তৃণমুল থেকে জেলা পর্যায়ের সব নেতা কর্মীই তার সাথে কাজ করবে। দলের সব নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করার পরিস্থিতি আমার আছে। নিরদলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সব নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে নিতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার নামে মামলা হয়েছে কতটি?
আলমগীর খান ছাতু : কোনো মামলা হয়নি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন আপনার ভাবনা কি?
আলমগীর খান ছাতু : কেন্দ্রীয় কর্মসূচি যেটাই দেবে সেটাই স্থানীয় বিএনপির নেতা কর্মী সফল ভাবে পালন করবে। আমি কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর সাথে একমত।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনীতিতে জেলা পর্যায়ের কোন কোন নেতা আপনার সাথে আছে-

আলমগীর খান ছাতু: বিএনপির মুল ধারার রাজনৈতিক সকল নেতা কর্মীই আমার সাথে রাজনীতি করছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় যেসব নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে হটাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে মুল ধারার রাজনীতিকরা মনে প্রাণে অপছন্দ করেন। তারাই আবার কিছু নেংটা ছেলেদের নিয়ে মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের মানুষ ভাল চোখে দেখেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছেন কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলাম। দলের কাছে মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় টিকিট দাবী করি। পরে ২০১৮ সালে বিএনপি মেহেরপুর-১ আসনে দুজনের নাম ঘোষণা করে। সেখানে আমি দলীয় প্রার্থীর তালিকাতে ছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনি : আপনাকে ধন্যবাদ
আলমগীর খান ছাতু : আপনাকেও ধন্যবাদ।